৪.০ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, প্রকৌশল, জাহাঙ্গীর নগর, কৃষি, ইসলামী, উন্মুক্ত এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট xviii অনুযায়ী ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে নতুন আইন জারির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের /নিয়ন্ত্রণের নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার সুবিধার্থে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ordinance no.xxviii of 1961 অনুযায়ী ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ১০৮৪ একর জমির উপর ১৯৬১ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বাংলাদেশ ordinance 1992 অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ঢাকা শহরে ৮০ একর জমির উপর স্থাপিত আহসান উল্লাহ প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে উন্নীত হয়। ১৯৭১ সালে নতুন নাম হয় Bangladesh University of Engineering & Technology.

অতঃপর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ব বিদ্যালয় ও ১৯৯০ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৭৯ সালে বৃহত্তর কুষ্টিয়া-যশোর জেলায় শান্তি ডাঙ্গা দুলালপুরে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সকল পর্যায়ের শিক্ষায় জনগনের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯২ সনের ৩৮ নং আইন অনুযায়ী গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয় স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে উপাচার্যের উপর প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত। ইহাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ হইতেছে সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক পরিষদ, অনুষদ, কমিটি অব কোর্সেস, বোর্ড অব এডভান্স ষ্টাডিজ,

ফিন্যান্স কমিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, সিলেকশন কমিটি প্রভৃতি। সিনেট উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিন জনের প্যানেল নির্বাচন করেন, বাজেট, বার্ষিক রিপোর্ট অনুমোদন করে, ষ্ট্যাটিউট তৈরী করে। সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী বডি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তারা হইতেছেন উপচার্য, উপ-উপচার্য, কোষাধ্যক্ষ, রেজিষ্ট্রার, ডীন, কলেজ পরিদর্শক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),, পরিচালক ছাত্র উপদেষ্টা, হিসাব পরিচালক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রভোষ্ট, প্রক্টর, প্রধান প্রকৌশলী প্রভৃতি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কারিগরী, মাদ্রাসা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড)

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব বোর্ডসমূহের উপর নিয়োজিত। নিম্নলিখিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডসমূহের উপর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ-

১। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড,
২। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড,
৩। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড,
৪। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড,
৫। কারিগরী শিক্ষা বোর্ড
৬। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,
৭। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল দায়-দায়িত্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত। তিনি তার ক্ষমতাবলে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন করিয়া থাকেন।

কার্যপরিধিঃ-

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যমান বিদ্যালয় ও মহা বিদ্যালয়সমূহ নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনার দায়িত্ব মূলতঃ বোর্ড কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যথাক্রমে এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে বোর্ড স্ব স্ব বিদ্যালয় ও মহা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের নাম রেজিষ্ট্রেশন, প্রবেশপত্র ইস্যু, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র সরবরাহ, পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ হইতে শুরু করিয়া পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। ইহা ব্যতীত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও মহা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অনুমোদন প্রদান ও স্বীকৃতি নবায়নসহ এক কথায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় ও মহা বিদ্যালয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য যাবতীয় কার্যক্রম বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বি,আই,টি)

প্রকৌশল, শিক্ষা মানোন্নয়ন ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-অধ্যাদেশ নং-সসধ এর মাধ্যমে বিগত ১লা জুলাই/১৯৮৬ হইতে দেশের চারটি (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ডিগ্রী প্রদানকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি' (বি,আই,টি) তে রূপান্তরিত করা হয় এবং উক্ত চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কাউন্সিল অব ইনষ্টিটিউট বি,আই,টি সচিবালয় গঠন করা হয়।